



নিউইয়র্কের জর্ণাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। গল্পটির অন্যতম চরিত্র অমিত রায় রবীন্দ্রনাথের এক অমর সৃষ্টি। আধুনিক জ্ঞান-বিদ্যায় শিক্ষিত, মার্জিত, সচেতনভাবে খেয়ালী এবং ব্যতিক্রমধর্মী রসবোধে টুই-টুথের অমিত রায় কখনো নায়ক রূপে, কখনো খলনায়করূপে পাঠকদের কাছে প্রতিভাত হন।

আমি প্রথমবারের মতো শেষের কবিতা পাঠ করি রাক্ষস-খোঁসের কাহিনী আর কুয়াশার মতো কিশোর রহস্য কাহিনী পাঠের বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার বেশ পরেই। পরবর্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ার সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সাবসিডিয়ারি হিসেবে নেয়ার পর দ্বিতীয়বার পাঠ্যসূচীর অংশ হিসেবে এই শেষের কবিতা পড়তে হয়। বলাবাহুল্য, শেষের কবিতার প্রকৃত রসাস্বাদন করা সম্ভব হয় তখনই, যখন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের মতো পণ্ডিত শিক্ষক গল্পটির শিল্প-সুখমার প্রতিটি গ্রন্থি আমাদের সামনে খোলে দেন।

শ্রেণীকক্ষেই হুমায়ুন আজাদ স্যারের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তার ক্লাসের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো তার চাছা-ছোলা সমালোচনামূলক বক্তব্য, তীর্থক কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য, বিশ্ব সাহিত্যের সম্ভার থেকে তুলে আনা খণ্ড খণ্ড অমূল্য হীরকতুল্য দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা। ক্লাসে কথা বলতে বলতে হুমায়ুন আজাদ কোথেকে যে কোথায় চলে যান, কে জানে! গল্প পড়াতে গিয়ে তিনি পড়াছেন কবিতা, কবিতা পড়াতে গিয়ে পড়াছেন কবির জীবন, কবির জীবন থেকে চলে যেতেন সমাজ-জীবন, প্রেম-রাজনীতি-বিরহ-বিদ্রোহ-এক কথায় হুমায়ুন আজাদের কাছে শেষের কবিতা পড়তে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে মানব জীবনের পুরোটাই আমাদের পাঠ্য হয়ে উঠেছিলো।

হুমায়ুন আজাদ একজন সমাজ সচেতন শিক্ষক। তার সমাজ সচেতনতার কারণেই তিনি একজন লেখক, সমাজ গবেষক। কবিতা ও প্রবন্ধ ছাড়া তার অনেকগুলো উপন্যাস আছে, যেগুলো আমাদের অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে লেখা। আমাদের ব্যর্থতা, পচাৎপদতা, উন্নয়নবিমুখতা, পিছুটান-ইত্যাদি বাস্তব বিষয়গুলো নিয়ে তিনি লিখেছেন এবং তৈরি করেছেন অগুণিত শব্দ বাহিনী।

সমাজ-সচেতনতা হুমায়ুন আজাদের জীবনে যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিলো, সেটা বোঝা যায় তার বাংলাদেশ জাতীয় কবিতা পরিষদের সাথে আন্তরিক সংশ্লিষ্টতা দেখে। কবিতা পরিষদ এক সময় স্বৈরাচার-সম্রাট-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দূর্বীর আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামে। বিবেকের তড়ানায়, দেশপ্রেমের আরবেগে, সৃষ্টির আবেগে একাবদ্ধ হলেন সারা দেশের সফল এবং বিফল, প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠিতশীল কবিকুল। দেশময় গড়ে উঠে কবিতা পরিষদের শাখা-প্রশাখা। প্রতি বছর ২ ফেব্রুয়ারী টিএসসি সংলগ্ন সড়ক ধীপে জাতীয় কবিতা পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে জমে কবিদের মেলা। মেলায় উন্মুক্ত কবিতা পাঠ ছাড়াও থাকে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠের আসর। মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, ক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ সব কিছু একাকার হয়ে যায় কবিতা এবং কবিতাকে নিয়ে রচিত

প্রবন্ধমালায়।

এই কবিতা পরিষদের ১৯৮৬ সালের সম্মেলনে হুমায়ুন আজাদ তার পঠিত প্রবন্ধে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও গবেষণামূলক এ প্রবন্ধটিতে হুমায়ুন আজাদ অসংখ্য উদাহরণ আর তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে নজরুলের প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তবুও এ প্রবন্ধটি নিয়ে সারা দেশময় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। প্রতিবাদমূলক বিবৃতিতে ছেয়ে যায় পত্র-পত্রিকার পাতা। কিন্তু খুব কম লেখকই লেখনীর মাধ্যমে হুমায়ুন আজাদের যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন।

জাতীয় কবিতা পরিষদের ১৯৮৭ সালের জাতীয় সম্মেলনে আবারও হুমায়ুন আজাদ প্রবন্ধ নিয়ে আসেন এবং যথারীতি মঞ্চে উঠে তা পাঠ করতে শুরু করেন। কিন্তু সে প্রবন্ধটি পাঠ শুরু করে শেষ করা সম্ভব হয়নি হুমায়ুন আজাদের। প্রবন্ধটির কয়েক জায়গায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কতিপয় কার্যকলাপের কড়া সমালোচনা ছিলো। এবং সেই সমালোচনার কারণে তিনি কবিতা পরিষদের সহকারী কবিদের পক্ষ থেকে হামলার শিকার হন। তার হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নেয়া হয়। মঞ্চ দখল করে নেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, কবি মহাদেব সাহা এবং তাদের অনুগামীরা। দেশবরেণ্য কবি শামসুর রাহমান ছিলেন সামনেই। কবি হুমায়ুন আজাদ তার কাছে ফরিয়াদ জানালেন।

ভাবলেশহীন শামসুর রাহমান তখন মুক ও বধির। কবি আসাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিক, মোহাম্মদ নূরুল হুদা, রবীন্দ্র গোপ, মোহাম্মদ সামাদ, মোহন রায়হান-সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন বিজয়ী বেশে মাইক্রোফোন হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ বলছেন, 'মঞ্চার সামনে বন্ধুবর হুমায়ুন আজাদের স্ত্রী উপস্থিত না থাকলে আজ'। দীর্ঘদিন পরে আজ মনে নেই বাকের বাকী অংশ, শুধু মনে আছে স্ত্রী উপস্থিত না থাকলে হুমায়ুন আজাদের কি অবস্থা হতো, তার একটা সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিলো বাকের শোষণে।

একদল সন্ত্রাসী অতিমাত্রায় রাজনৈতিক অসহিষ্ণু কবিদের জবরদস্তিমূলক 'ব্লাশফেমী' আইনের আওতায় হুমায়ুন আজাদ শাস্তি প্রাপ্ত হন। গলাধাক্কটিকে বিনা প্রতিবাদে হজম করে নিতে হয় তাকে। আমাদের অসহিষ্ণু



মিনহাজ আহমদ

বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সংঘটিত সে ঘটনাটি আমার মতো অনেককেই ব্যথিত করে। মনে করেছিলাম কবিতা পরিষদের প্রতিনিধি পরিষদের সভায় বিষয়টি তুলেবো। কিন্তু সম্মেলন প্রতিনিধি পরিষদের সভা ছাড়াই শেষ



হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি।

দু'বছর আগে হুমায়ুন আজাদ নিউ ইয়র্ক এসেছিলেন বিশ্বজিৎ সাহার মুক্তধারা আয়োজিত বই মেলার অতিথি হয়ে। বেশ কয়েকটি দিন স্যার প্রবাসী বাঙালীদের সাথে মিশেছেন। জ্যাকসন হাইটসের গ্রামীণ কিংবা উডসাইডের ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্টে খেতে খেতে তর্ক জমেছে তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে। দিলারা হাশেম, মিজান রহমান, এস এম জাহাঙ্গীর, ওসমান গণী, শিকদার হুমায়ুন কবীর, মোশারফ হোসেন-অনেকেই জমিয়ে দীর্ঘ আড্ডা দিয়েছেন। এক সন্ধ্যা জ্যাকসন হাইটসে মুক্তধারার শো-রুমে আমরা প্রফেসর হুমায়ুন আজাদের জন্য দিবসও পালন করেছি। নিউ ইয়র্কের প্রবাসী বাঙালীদের জীবন যাপনের ব্যস্ততম ধারাটি তাকে চমৎকৃত করেছে। মানুষের ঘরে ও রেষ্টুরেন্টে ডাল-ভাত-সজি-তরকারীর সহজলভ্যতা নিয়ে ছিলেন

উচ্ছসিত। আবার পাপড়ির মতো আমেরিকায় বেড়ে ওঠা এক আধুনিক তরুণীর হিজাব পরিধানের আগ্রহে হতাশাও ব্যক্ত করেছেন তিনি। নিউ ইয়র্কের রাস্তায় একদিন আমার সাথে হাঁটতে হাঁটতে পরম আগ্রহে সে সব কথা সেলফোনে স্ত্রী-কন্যার সাথে আলাপ করছিলেন।

গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ যখন ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার হলেন, তখন আমার স্মৃতিতে জেগে উঠে উপরের কথাগুলো। এমন একজন জ্ঞানী-গুণী, সং, নিরহংকার, নির্বিরোধ ব্যক্তিকে মানুষ এভাবে চাপাতি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে কোপাতে পারে! আসলে যারা এ কাজটি করেছে, তারা মানুষ নয়, নরপিশাচ। হতে পারে তার সাথে মতের মিল

হয়নি, হতে পারে তিনি মানুষের প্রচলিত বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করছেন, হতে পারে তার জ্ঞান সমাজের বিরাজমান কাঠামোকে বাতিল করে দেয়, তাই বলে এভাবে আইনকে হাতে তুলে নিতে হবে কেন? অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ যদি সমাজের জন্য এমন কোন ক্ষতির কারণ হয়েই থাকেন, তাহলে তার প্রতিকারের কি অন্য কোন রাস্তা নেই? মানুষের কাছে মানুষ এমন নিষ্ঠুর আচরণ কোন কারণেই পেতে পারেনা।

প্রফেসর হুমায়ুন আজাদের উপর এ আক্রমণ শুধু একজন ব্যক্তি হুমায়ুন আজাদের উপর নয়, এ আক্রমণ দেশের সকল মুক্তমনা মানুষের উপর। যারা এ আক্রমণটি করেছে, তারা দুর্বৃত্ত।

তারা কারা? অবশ্যই এ দুর্বৃত্তরা হলো তারা, যারা হুমায়ুন আজাদের শত্রু। যারা বার বার হুমকি দিয়েছে, তাকে অনুসরণ করেছে, তাদের হিট-লিস্টে তার নাম লিখেছে। নারী কিংবা পাক সার জমিন সহ অসংখ্য সমাজ সচেতনতামূলক লেখার কারণে হুমায়ুন আজাদ যে বাংলাদেশের একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের শত্রুতে পরিণত হন, দেশের জনগণ সেটা জানে। কিন্তু জানে না দেশের সরকার, দেশের পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী। কারণ সরকার নামক শক্তিশালী যন্ত্রটিতো এ গোষ্ঠীরই নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই, সোজা পথে এ মুহুর্তে সরকারের কাছ থেকে সুবিচার আশা করা বাতুলতা। প্রফেসর হুমায়ুন আজাদ যখন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছেন, তখন প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে সারা দেশে। দেশের সকল বুদ্ধিজীবী,

রাজনীতিবিদ, লেখক-সাহিত্যিক একাবদ্ধভাবে প্রতিবাদমুখর। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী মানুষের একা কার্যতঃ সমগ্র দেশটিতেই একটি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছে। এ কোন অসভ্য দেশ, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষকের জন্য প্রকাশ্য রাজপথে ওৎ পেতে থাকে ভয়াল মৃত্যু-ফাঁদ? এ কোন বর্বর প্রশাসন, যে তার নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না?

প্রফেসর হুমায়ুন আজাদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে একাবদ্ধ আন্দোলনকে একটি পজিটিভ পরিবর্তন হিসেবে ধরে নেয়া যায়। না-কি একটি সাময়িক রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে কোন মহল এটাকে ব্যবহার করছে? এটা যদি সাময়িক ফায়দা লাভের জন্য না হয়ে যদি চিন্তা ও বুদ্ধির অর্গলমুক্তির আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সমর্থন থেকে হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে পারি, আমরা ধীরে হলেও শিখছি।

ইতিপূর্বে ভিন্নমত পোষণ করার জন্য দেশে মৌলবাদীদের কাছে থেকে হুমকীর মুখোমুখি হয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন। তখন দেশের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই তার পাশে দাঁড়াননি। তবে তসলিমার 'ক' যখন সাপ হয়ে দংশন করতে শুরু করলো, তখন তাদের অনেকেই নিজেদের ন্যায্যি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আরো আগে হুমকি দেয়া হয়েছিলো কবি দাউদ হায়দারকে। দাউদ হায়দারকে একাই নির্বাসনে যেতে হয়। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। কিন্তু এবার যখন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপর নগ্ন এ হামলাটি হলো, তখন প্রতিবাদে দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, লেখক-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ সংগঠিতভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

মানুষ স্বপ্ন দেখে এবং আশাবাদী হয়। সুদিন ভবিষ্যতের আশায় মানুষ বুক বাঁধে বলেই একদিকে যখন পার্লামেন্টে মুক্তচিন্তা মুক্তবুদ্ধিকে স্তব্ধ করে দিতে প্রস্তুত আসে ব্লাশফেমী আইন পাশ করার, তখন অন্যদিকে পার্লামেন্টের বাইরে হুমায়ুন আজাদের মতো ভিন্নমতাবলম্বী মানুষের উপর শারিরীক আক্রমণের প্রতিবাদে মানুষ সংগঠিত হয়। মানুষ আশা করে সংগঠিত শক্তির কাছে মাথা নত করবে দানব। মানুষ আরো আশা করে, দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, লেখক-সাহিত্যিকরা নিজেরাও আরো সহিষ্ণু হবেন। হবেন আরো যুক্তি অনুসারী, নির্ভীক ও দৃঢ় চিত্ত এবং দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী।

আজ যারা হুমায়ুন আজাদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন, আমরা আশা করবো তারা নিজেরা যেমন মন এবং বুদ্ধির মুক্ত অধিকার দাবি করেন, অদূর ভবিষ্যতে যদি তারা রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রকের ভূমিকাগ্রাস্ত হন, তাহলে তারাও অন্যদের মনের ও বুদ্ধির অর্গলমুক্তির অধিকার প্রদান করবেন।

আমরা আশা করবো, প্রফেসর হুমায়ুন আজাদ সুস্থ্য হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে এসে যখন সেই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি পাঠ করতে উদ্যত হবেন, তখন তাকে কোন বাঁধা ছাড়াই সেটি পাঠ করতে দেয়া হবে।

নিউ ইয়র্ক